রাসূল (সাঃ) কিসের তৈরি মাটি না নূর?

মূল
আবূ শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন বিন বাদীউযযমান
মুফতি কাজী মুহাম্মাদ ইব্রাহীম
প্রফেসর ড. খন্দকার আ.ন.ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

islamerpath

www.islamerpath.tk

সূচিপত্র

রাসূল (সাঃ) কিসের তৈরি মাটি না নূর?

লেখকঃ পৃষ্ঠা

- আবূ শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন বিন বাদীউযযমান-- ০২-১০
- মুফতি কাজী মুহাম্মাদ ইব্রাহীম------------------------ ১১-১৮
- প্রফেসর ড. খন্দকার আ.ন.ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর--------- ১৯-৪৪

islamerpath

মুহাম্মাদ (সাঃ) মাটি দ্বারা সৃষ্ট নূর দ্বারা সৃষ্ট নন

লেখক
আবূ শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন বিন বাদীউযযামান
লীসান্স-মাদীনা ইলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব।
এম, এ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.islamerpath.tk

মুহাম্মদ (সাঃ) - মাটি দ্বারা সৃষ্ট, নূর দ্বারা সৃষ্ট নন

একটি ঘটনা না বললেই নয়। বিগত রামাযানের কোন একদিন একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেলে জনৈক মাওলানা সাহেবের আলোচনা ও প্রশ্ন উত্তর শোনার সুযোগ হয়েছিল। দুর্ভাগ্য হলেও সত্য, তিনি রাসূল (সাঃ) যে নূরের তৈরি তা প্রমাণ করার জন্য যার পর নেই চেষ্টা চালালেন। এক পর্যায়ে বললেনঃ 'যাকে সৃষ্টি না করা হলে আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করা হত না, তিনি আবার কীভাবে মাটির তৈরি হতে পারেন'?

আবার বললেনঃ যাঁর থুথু আর উযুর পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে যেত, তিনি আবার কী করে মাটির তৈরি?

পাঠকবৃন্দ! প্রথম যুক্তিটি একটি জাল হাদীছ। সেটিই তার দলীল। আর দ্বিতীয় যুক্তিটি এধরনের যে, যা বলি সেটিকে তো একটা কিছু বলে সাব্যস্ত করাই চাই। তা না হলে তো প্রশ্নকারীর নিকট সম্পূর্ণরূপে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়।

প্রশ্নকারী বিষয়টি নিয়ে আরেকটু বাড়াবাড়ি করলে তিনি বললেনঃ তাহলে আপনাকে বলি শুনুন। ভারত উপমহাদেশের কোন এক বিশিষ্ট আলেমের নাম উল্লেখ করে বললেন, তার উর্দু ভাষায় একটি গ্রন্থ আছে, চকবাজারে পাবেন। তাতে তিনি রাসূল (সাঃ)- কে নূরের তৈরি হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

আবার বললেনঃ যারা সেইরূপ লেখা পড়া করেছেন তারা আবার নূরের তৈরি কি না তা কীভাবে জানবে?

আবার কুরআনের আয়াত দ্বারা দলীলও দিলেন। বললেন পড়ুন আল্লাহর বাণীঃ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ [٥:١٥]

"হে আহলে কিতাব! তোমাদের নিকট আমার রাসূল আগমন করেছেন। তোমরা কিতাবের যে সব বিষয় গোপন করতে, তিনি তার মধ্য হতে অনেক বিষয়

প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন। তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি (নূর) এবং একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে"

(সূরা- মায়েদাহ, অধ্যায়- ৫, আয়াত- ১৫)

এ আয়াতের শেষাংশে নূর বা একটি উজ্জ্বল জ্যোতি দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? উক্ত আলেম সাহেব বললেনঃ এ নূর দ্বারা রাসূল (সাঃ)- কে বুঝানো হয়েছে। যদি ধরে নেই যে 'নূর' দ্বারা রাসূল (সাঃ)- কে বুঝানো হয়েছে, তাহলে কি এ থেকে বুঝা যায় যে তিনি নূরের তৈরি? কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা আপনার-আমার মন মত করলে তা কোন দিনই গ্রহণযোগ্য হবে না। এর ব্যাখ্যা সালাফে ছালেহীনের (সাহাবা ও তাবে'ঈদের) থেকে মিলতে হবে। আর এ কারণেই কোন তাফসীর গ্রন্থে পাবেন না যে সাহাবা, তাবে'ঈ , তাবে' তাবে'ঈদের থেকে কোন মুফাসসির রাসূল (সাঃ)-কে নূরের তৈরি হিসাবে এই আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন।

নূর দ্বারা রাসূল (সাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে, এ থেকে প্রমাণ হয় না যে তিনি নূরের তৈরি। এমনকি *মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ) তা বুঝেননি। তিনি তার তাফসীর 'মা'আরিফুল কুরআন' গ্রন্থে বলেছেনঃ 'নবুওয়তের জ্যোতি'।*

(দেখুনঃ বাংলা অনুবাদ [মাওলানা মুহিউদ্দিন খান] পৃষ্ঠা-৩২০)

এছাড়াও আমরা যদি আরবী তাফসীর গ্রন্থগুলো দেখি, তাহলে সেখানে নূর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে তা পাব নিম্নরূপঃ

অর্থাৎ *"কেউ বলেছেন যে, নূর দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনকে নূর নাম রাখার কারণ এই যে, তা শিরক ও সন্দেহের অন্ধকার হতে বের করে আনবে কিংবা তা বাহ্যিক মু'জিযাহ। আবার কেউ বলেছেন যে, নূর দ্বারা রাসূল (সাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেছেনঃ নূর দ্বারা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন যে, নূর দ্বারা মূসা (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে আর 'কিতাবুন মুবীন' দ্বারা তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে। কারণ তারা যদি তাওরাতের যথাযথ অনুসরণ করত, তাহলে অবশ্যই তারা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনত। কেননা তাওরাতও তার অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং সুসংবাদ প্রদান করেছে।"*

{আল-বাহরুল মুহীত ফিত তাফসীর, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আবূ হায়য়ান আল-আনদালুসী, ৪/২০৮ পৃঃ}।

আপনি অন্যান্য আরবী তাফসীর গ্রন্থগুলো খুলে দেখুন বলা হয়েছে, নূর দ্বারা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে কিংবা রাসূল (সাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। নূর দ্বারা কুরআন বা ইসলামকে বুঝানো হলে যে ব্যাখ্যা হবে, রাসূল (সাঃ)-কে বুঝানো হলেও একই ব্যাখ্যা হবে। অর্থাৎ তিনি তার নবুওয়াত আর রিসালাতের জ্যোতি (নূর) দ্বারা কুসংস্কারচ্ছন্ন জাহেলী সমাজকে আলোকিত করেন। যদি একজন সাহাবী বা একজন তাবে'ঈ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন, 'তোমাদের নিকট আল্লাহর নিকট হতে নূর এসেছে' অর্থাৎ নূরের সৃষ্টি মুহাম্মাদ (সাঃ) এসেছে। তাহলে আলেম সাহেবের কথার একটু হলেও মূল্যায়ন করার সুযোগ ছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তারা তা বলেননি। আর তাদের পক্ষে বলাও সম্ভব নয়। কারণ তারা কুরআন ও নবী (সাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন। তারা বিদ'আতের অনুসারী ছিলেন না।

রাসূল (সাঃ) তাকে সম্মান দেখানোর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতেও নিষেধ করেছেন। আর তারা তার এ নিষেধকে উপেক্ষা করে আরেক অন্যায় করছেন।

"ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি উমার (রা)-কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছেন। তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না যেমনভাবে খ্রীষ্টানরা ঈসা ইবনু মারিয়ামের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছে। বরং আমি আল্লাহর বান্দা। অতএব তোমরা বল আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল।"

(হাদীছটি ইমাম বুখারী হাঃ ৩৪৪৫; ইমাম আহমদ হাঃ ১৪৯, ১৫৯, ৩১৩ ও দারেমী বর্ণনা করেছেন)।

আল্লাহ এসব তথাকথিত মাওলানাদেরকে হেদায়াত দান করুন!

কোন ব্যক্তিকে যখন আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ট করে সঠিক দ্বীন থেকে দূরে রাখতে চান, তখনই হয়তো, না হকটাকে হক হিসাবে জানতে হবে এরূপ মানসিকতা তার মাঝে সৃষ্টি করে দেন। ফলে সে দিশেহারা হয়ে যায়। কুরআনের আয়াত ও নবী (সাঃ)-এর সহীহ হাদীছ দিয়ে বলতে থাকে অমুক আলেম অমুক গ্রন্থের মধ্যে বলেছেন। আল্লাহ আর নবীর কথা বেশী বড় না অমুক আলেম সাহেবের

গ্রন্থের কথা বেশী বড় এটুকু বুঝার ক্ষমতাও তার থাকে না। অমুক আলেম যা কিছু বলে গেছেন, আর লিখে গেছেন তার সবই কি সঠিক? তিনি ভুল করতে পারেন না? তিনি যদি সেরূপ বলেই থাকেন তাহলে ভুল করেছেন। আর আপনি তার ভুল সিদ্ধান্তকেই আঁকড়ে ধরে থাকবেন!

আপনি যাকে নূরের তৈরি বলে চিহ্নিত করছেন। তিনিতো নিজেকে নূরের তৈরি বলে দাবী করেননি। আর করবেনই বা কেন? তিনিতো আদম সন্তান, যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। হ্যা যদি তিনি ফেরেশতা হতেন, তাহলে 'তিনি নূরের তৈরি' কথাটি কুরআন-হাদীছ সম্মত হতো। মক্কার কাফের-মুশরিকদের পক্ষে বুঝা সম্ভব হয়েছিল যে, মুহাম্মদ (সাঃ) অন্যান্য মানুষের ন্যায় সাধারণ একজন মানুষ। এ কারণেই তারা বলেছিল, *"যদি তার সাথে ফেরেশতা নাযিল করা হতো আর সেও তার সাথে ভীতি প্রদর্শন করত!"* *(সূরা-ফুরকান, অধ্যায়-২৫, আয়াত-৭)*

তবে তিনি আল্লাহর মনোনীত রাসূল ও নবী এই ছিল পার্থক্য। এটিও আবার কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে ঘোষণা দিতে বলেছেনঃ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [١٨:١١٠]

"আপনি বলে দিন অবশ্যই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তবে আমার নিকট ওহী নাযিল করা হয়...."

(সূরা-কাহাফ, অধ্যায়-১৮, আয়াত-১১০) ও
(সূরা-ফুসসিলাত, অধ্যায়-৪১, আয়াত-৬)

পাঠক ভাই ও বোনেরা! একটু খানি ভেবে দেখুন। নূর হতেইতো নূর বের হতে পারে। তাহলে তথাকথিত আলেমদেরকে বলতে হবে রাসূল (সাঃ)-এর মা আমিনাহ ও পিতা আব্দুল্লাহ অবশ্যই নূরের তৈরি ছিলেন। এভাবে পিছনের দিকে যেতে যেতে এক সময় তারা এও বলতে বাধ্য হবেন যে, তাহলে আদমও (আঃ) নূরের ছিলেন। আর সে সময়েই তাদের মুসলমানিত্ব নিয়ে টানা-হেচড়া লেগে যাবে।

আরো পিছনে যেতে পারি আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর আল্লাহ যখন তার ডান হাত দিয়ে তার পিঠ মাসাহ করলেন, তখন তাদের মধ্যে আমাদের নবী ছিলেন কি না? আর আদম (আঃ) যে মাটির তৈরি তাতো আমাদের নবী (সাঃ) স্বয়ং বলেছেনঃ

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ 'ফেরেশতাদেরকে নূর দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, জিনদেরকে ঘন কালো আগুনের লেলিহান শিখা হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই বস্তু থেকে, যার দ্বারা তোমাদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে'

(মুসলিম হাঃ ৫৩১৩ ও আহমাদ হাঃ ২৪০৩৮)।

এ হাদীছটি শাইখ আলবানী তার "সহীহা" (১/৮২০ হাঃ ৪৫৮) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ এ সহীহ হাদীছের মধ্যে মানুষের মুখে মুখে যে সব বানোয়াট হাদীছ প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি লাভ করেছে, সে সব হাদীছ বাতিল হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন নিম্নোক্ত হাদীছটিঃ

অর্থাৎ 'হে জাবের সর্ব প্রথম তোমার নবীর নূরকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।' কারণ সহীহ হাদীছ প্রমাণ করছে যে, শুধুমাত্র ফেরেশতাদেরকেই নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আদম ও তার সন্তানদেরকে নয়। আর এ কারণেই রাসূল (সাঃ) কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের সর্দার হবেন। যার প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীছঃ

আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আমি হবো আদম সন্তানদের সর্দার। সর্বপ্রথম কবর আমাকে নিয়ে ফেটে যাবে। আমিই প্রথম শাফা'আতকারী আর আমার শাফা'আতই সর্বপ্রথম গৃহীত হবে"

(মুসলিম হাঃ ৪২২৩; আহমদ হাঃ ১০৫৪৯)

অতএব তিনি আদম সন্তান বলেইতো তিনি তাদের সর্দার হবেন। এছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট মানব জাতি ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম। আর তাদের মধ্যে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) হচ্ছেন সর্বোত্তম। (শারহুন নাবাবী সহ সহীহ মুসলিম গ্রন্থে উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দেখুন)। অতএব নবী (সাঃ)-কে মানব সন্তানের গণ্ডি হতে বের হবার কোনই প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ কুরআন মাজীদে একাধিক আয়াতে বলেছেনঃ তিনি আদম (আঃ) ও মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আপনাদের জ্ঞাতার্থে এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলোঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ [٣:٥٩]

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ۖ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ [٦:٢]

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ [٧:١٢]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ [٢٣:١٢]

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ [٤١:٧]

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ [٣٧:١١]

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ [٣٨:٧١]

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ [٣٨:٧٦]

দেখুনঃ
(সূরা-আলে ইমরান, অধ্যায়-৩, আয়াত-৫৯),
(সূরা-আনআম, অধ্যায়-৬, আয়াত-২),
(সূরা-আ'রাফ, অধ্যায়-৭, আয়াত-১২),
(সূরা-মু'মিনুন, অধ্যায়-২৩, আয়াত-১২),
(সূরা-সাজদাহ, অধ্যায়-৪১, আয়াত-৭),
(সূরা-সাফফাত, অধ্যায়-৩৭, আয়াত-১১),
(সূরা-সোয়াদ, অধ্যায়-৩৮, আয়াত-৭১ ও ৭৬) ইত্যাদি।

এ ছাড়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল (সাঃ)-কে বলার নির্দেশ দিলেন,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [١٨:١١٠]

“আপনি বলুন, আমি তোমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয় তবে আমার নিকট ওহী করা হয়.......।”

(সূরা-কাহাফ, অধ্যায়-১৮, আয়াত-১১০)

কোন ব্যক্তি যদি আরবী অভিধানগুলোতে ‘বাশার’ শব্দের অর্থ দেখেন তাহলে পাবেন *‘বাশার’* অর্থ *ইনসান* অর্থাৎ *মানুষ।* মানুষের শরীরের উপরের *চামড়াকেও বাশার* বলা হয়েছে। এটি একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রে একইভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আরবী ভাষায় পণ্ডিতগণ এরূপ অর্থই বর্ণনা করেছেন। তাদের মাঝে *‘বাশার’* শব্দের অর্থ যে *মানুষ* তা নিয়ে কোন মতভেদ নেই। *(দেখুন আল্লামা ইবনুল মানযূর রচিত বিখ্যাত আরবী অভিধান “লিসানুল আরাব” ১/৪২৩)।*

আল্লাহ কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আদম (আঃ) ও মানুষকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। আর রাসূল (সাঃ)-কেও, তিনি যে মানুষ ছিলেন তা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনটি আপনারা জেনেছেন। এখন তথাকথিত আলেমদের কাছে প্রশ্ন তিনি {রাসূল (সাঃ)} মানুষ ছিলেন কি না? তারা যদি বলেন যে, তিনি মানুষ ছিলেন। তাহলে তো তাদের সাথে আমাদের কোন দ্বন্দ্ব নেই। আর যদি বলেন যে, মানুষ ছিলেন না, তাহলে ভ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে দিয়ে তাওবা করে আয়াতের উপর তাদের ঈমান আনা জরুরী।

অতএব তথাকথিত আলেমদেরকে আহ্বান জানাবো কুরআন-হাদীছ বেশী বেশী পড়ার জন্য। এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। কারণ রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি পড়ার নির্দেশ দিয়েই সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হওয়া শুরু হয়।

ভ্রান্ত আবেগ দিয়ে সঠিক ইসলাম জানা যায় না। বাতিল ও বানোয়াট হাদীছকে আবেগের পুজি বানিয়ে ইসলামী সামাজের মাঝে টিকে থাকাও যায় না। কমপক্ষে নবী (সাঃ)-এর নিম্নলিখিত হাদীছের আওতাভুক্ত হওয়া থেকে নিজেদেরকে রক্ষার্থে তাওবাহ করে প্রকৃত ইসলামকে বুঝার চেষ্টা করুন।

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামের তার স্থান বানিয়ে নিল' *(বুখারী ও মুসলিম)*

এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে বিশাল আকারের বই হয়ে যাবে। উপরোক্ত আলোচনাই পাঠকদের বিষয়টি বুঝার জন্য যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মানব বংশোদ্ভুত না অন্য কিছু

লেখক

মুফতি কাজী মুহাম্মাদ ইব্রাহীম

প্রধান মুহাদ্দিস, জামেয়া কাসেমিয়া, নরসিংদী

খতিব, বায়তুল আমান জামে মুজিদ, মতিঝিল সরকারি কলোনি

(আল-হেলাল জোন) ঢাকা-১০০০

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মানব বংশোদ্ভুত না অন্য কিছু

সন্দেহাতীতভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব বংশোদ্ভুত ছিলেন। তার বংশ পরম্পরা নিম্নরূপঃ

“মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আব্দুল্লাহর পুত্র, তিনি ছিলেন আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র, তিনি হাশিমের পুত্র, হাশেম কুরাইশ বংশের, কুরাইশ কেননা বংশের, কেননা আরব বংশধর, ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধর নূহ আলাইহিস সালাম আদম আলাইহিস সালামের বংশধর আর আদম আলাইহিস সালাম হলেন মাটির তৈরী। অতএব নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটির তৈরী মানুষ।

সর্বোত্তম মানব বংশেই তার জন্ম। মানব পিতা-মাতার মানব শিশু হিসেবেই তিনি দুনিয়াতে এসেছেন। মাটির তৈরী মানুষের জন্য মাটির তৈরী রাসূল প্রেরণই ছিল রাব্বুল আলামীনের চিরাচরিত সুন্নত। মানবজাতির জন্য প্রেরিত কোন রাসূলই মানবজাতির বাহির থেকে আসেন নি। এ হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী আক্বিদা। যার বিরোধিতা করা সুস্পষ্ট কুফর। ইরশাদ হচ্ছে-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [١٨:١١٠]

অর্থাৎ- *“আপনি বলুন! নিশ্চয় আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার কাছে অহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ মাত্র একজন........।”*

(সূরা-কাহাফ, অধ্যায়-১৮, আয়াত-১১০)

মাটির তৈরি মানুষ আল্লাহর একটি আয়াত বা তার একটি নিদর্শন। মানুষ মাত্রই মাটির তৈরী। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ [٣٠:٢٠]

অর্থাৎ- *“তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন হল এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ।”*

(সূরা-আর রূম, অধ্যায়-৩০, আয়াত-২০)

যে জাতির কাছে রাসূল পাঠান হত, সে জাতির ভাষাই ছিল রাসূলের মাতৃভাষা। এর ব্যাত্যয় কখনো করা হয়নি। এতটুকুন বৈপরীত্য রাসূল ও তার জাতির মধ্যে করা হয়নি। সেখানে কীভাবে মানব বংশের রাসূল অন্য কোন জাতির বংশোদ্ভূত হতে পারেন? আল কুরআনের অপরে একটি আয়াতে সকল রাসূলের মানবত্বকে মানবিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে সপ্রমাণিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ-

অর্থাৎ- *"আপনার পূর্বে আমি যত রাসূলই প্রেরণ করেছি তারা সকলেই খাদ্য খেত এবং বাজারে চলাফেরা করত।"*

(সূরা-আল ফুরকান, অধ্যায়-২৫, আয়াত-২০)

রাসূলের হাতে যে সব অতি মানবীয় ও অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটত তা রাসূলের নিজস্ব শক্তিতে নয়। বরং সম্পূর্ণ আল্লাহর শক্তিতেই ঘটত।

ইরশাদ হচ্ছে-

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ-

অর্থাৎ- *"তারা বলে, কেন তার উপর তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে অলৌকিক নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয় না? আপনি বলুন অলৌকিক নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহরই কাছে।"*

(সূরা-আনকাবুত, অধ্যায়-২৯, আয়াত-৫০)

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا

অর্থাৎ *"আপনি বলুন আমি আমার প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি তো একজন মানব-রসূল ব্যতীত আর কিছুই নই।"*

(সূরা-ইসরা, অধ্যায়-১৭, আয়াত-৯৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মজীবনী বা জীবনেতিহাস তার মানব বংশোদ্ভূত হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জন্ম-মৃত্যু, খাদ্য-পানীয় গ্রহণ, বাজারে চলাফেরা, ক্রয়-বিক্রয়, স্বামীত্ব, পিতৃত্ব, যুদ্ধ-সন্ধি, ক্রোধ-অনুরাগ, আনন্দ-বিষাদ, ব্যাধি ও সুস্থতা এ সবই তো আর দশজন মানুষের মতো অক্ষরে অক্ষরে তার জীবনে পাওয়া যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

অর্থাৎ- *"আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমরা যেমন স্মরণে রাখ আমিও তেমনি স্মরণে রাখি, তোমরা যেমন ভুলে যাও আমিও তেমনি ভুলে যাই।"*

(সহীহ মুসলিম)

বস্তুত পক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মানুষই ছিলেন না বরং সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। মানবিক সৃষ্টি ও চরিত্রে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ। তার মনুষ্যত্ব ও মানবত্ব ছিল অন্য সকলের চেয়ে বেশি। তাহলে যিনি সবার চেয়ে বেশি মানুষ, সবার চেয়ে পূর্ণ মানুষ তাকেই যদি আমরা বলি তিনি মানুষ নন তবে তা কত বড় তথ্য ও সত্য বিকৃতিতে পরিণত হয় তা কি আমরা ভেবে দেখেছি? সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষই তো সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, সর্বাধিক প্রশংসনীয়। রাসূলের মানবীয় পরিচয়টি হরণ করলে এতে তো তার মর্যাদাহানি হয়ে যায়। অথবা মানবিক মর্যাদার ঊর্ধ্বে তুলে ধরলে উলুহিয়্যাতের পর্যায়ে নিয়ে সে ক্ষেত্রেও তাকে অপমান করা হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

অর্থাৎ- *"আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ, আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। আল্লাহর কসম! আমি এটি ভালবাসি না যে, তোমরা আমাকে ঐ মর্যাদার ঊর্ধ্বে তুলে দাও। যে মর্যাদায় আল্লাহ আমাকে আসীন করেছেন।"*

(মুসনাদে আহমাদ)

ওমর (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন-

অর্থাৎ- *"খ্রিস্টান জাতি ইবনু মারইয়ামকে নিয়ে যেরূপ বাড়াবাড়ি করেছে তোমরা আমার প্রশংসা ও মর্যাদা দানে সেরূপ বাড়াবাড়ি করো না। আমি তো কেবল তার বান্দাহ। তাই তোমরা শুধু এটুকু বলবে- "আল্লাহর বান্দাহ ও তার রাসূল।"*

(সহীহ বুখারী)

সকল নবীগণই যে মানব বংশোদ্ভূত ছিলেন আল-কুরআনে ২২টি আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। আয়াতগুলো হলো-

(সূরা-আলে ইমরান, অধ্যায়-৩, আয়াত-৭৯),
(সূরা-আল মায়েদা, অধ্যায়-৫, আয়াত-১৮),
(সূরা-আনআম, অধ্যায়-৬, আয়াত-৯১),
(সূরা-ইবরাহীম, অধ্যায়-১৪, আয়াত-১০ ও ১১),
(সূরা-আল কাহাফ, অধ্যায়-১৮, আয়াত-১১০),
(সূরা-আম্বিয়া, অধ্যায়-২১, আয়াত-৩),
(সূরা-আল মুমিনুন, অধ্যায়-২৩, আয়াত-২৪ ও ৩৩),
(সূরা-আশ শুয়ারা, অধ্যায়২৬, আয়াত-১৫৪ ও ১৮৬),
(সূরা-ইয়াসিন, অধ্যায়-৩৬, আয়াত-১৫),
(সূরা-ফুসসিলাত, অধ্যায়-৪১, আয়াত-৬),
(সূরা-শুরা, অধ্যায়-৪২, আয়াত-৫১),
(সূরা-আত তাগাবুন, অধ্যায়-৬৪, আয়াত-৬),
(সূরা-আল মুদ্দাসসির, অধ্যায়-৭৪, আয়াত-২৫),
(সূরা-হুদ, অধ্যায়-১১, আয়াত-২৭),
(সূরা-আল ইসরা, অধ্যায়-১৭, আয়াত-৯৩ ও ৯৪),
(সূরা-আল ক্বামার, অধ্যায়-৫৪, আয়াত-২৪) ও
(সূরা-আল মুমিনুন, অধ্যায়-২৩, আয়াত-৩৪ ও ৪৭)।

আল্লামা আব্দুর রাউফ মুহাম্মদ উসমান তার 'মাহাব্বাতুর রাসূল বাইনাল ইত্তেবা' ওয়াল ইবতেদা নামক গ্রন্থে এ ব্যাপারে ইজমা নকল করে বলেন-

অর্থাৎ- "এ আক্বিদা বিশ্বাস শরীয়ার বাণীসমূহ দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও যার উপর গোটা মুসলিম উম্মতের ইজমা তথা সর্বসম্মত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে,

রাসূলগণ যে জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, তারা তাদেরই জাতিভুক্ত ছিলেন। রাসূলগণের ব্যাপারে এই হল আল্লাহর সুন্নাত। ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا -

অর্থাৎ- *“তুমি আল্লাহর সুন্নাতের কোন ব্যতিক্রম পাবে না।”*

(সূরা-আহযাব, অধ্যায়-৩৩, আয়াত-৬২)

(আমাদের) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নতুন রাসূল ছিলেন না বরং পূর্ববর্তী রাসূলগণের মতো তিনিও অহীপ্রাপ্ত মানুষই ছিলেন।”

উপরোক্ত আক্বিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বাড়াবাড়ির দরজা উন্মুক্ত করেছে শিয়া সম্প্রদায়। যারা রাসূলকে অনাদি, অতি মানব ও নূরের সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করেছে। তাদের থেকে এ ভ্রান্ত আক্বিদাটি শিক্ষা গ্রহণ করেছে সুফী সম্প্রদায়। যারা হাকীকতে মুহাম্মাদীয়া কিংবা নূরে মুহাম্মাদীর প্রবক্তা। যারা এ মর্মে বানোয়াট হাদীস তৈরী করেছে যে, আল্লাহ সর্বপ্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার নূর থেকে সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। কুরআনের কিছু কিছু আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হেদায়াতকারী ও সত্যপ্রকাশক হিসেবে নূর বলা হয়েছে। ভ্রান্ত সুফী মতবাদীরা সে আয়াত থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরী বলে দলীল গ্রহণের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে-

قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ -

অর্থাৎ- *“তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে।”*

(সূরা-মায়েদা, অধ্যায়-৫, আয়াত-১৫)

এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যায় *ইবনু জারির তার তাফসীর গ্রন্থে* বলেন-

অর্থাৎ- *“হে ইঞ্জিল ও তাওরাতের অধিকারীর! তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে। ইবনু জারির বলেছেন আয়াতে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা হককে প্রকাশ*

করেছেন, ইসলামকে বিজয়ী করেছেন, শিরক নিশ্চিহ্ন করেছেন। অতএব যে তার থেকে হেদায়াতের আলো নিতে চায়, তিনি তার জন্য নূরস্বরূপ। কেননা তিনি তার সামনে হক প্রকাশ করেন।"

একজন জ্ঞানবান পথের দিশাদানকারী ব্যক্তিকে নূর কিংবা আলোকবর্তিকা হিসেবে আখ্যায়িত করা একটি সাধারণ পরিভাষা। একজন ***জাহেলী কবি*** বলেন-

অর্থাৎ- *"তুমি কি দেখ না যে, আমরা সম্প্রদায়ের নূর বা আলোকবর্তিকা। আর অন্ধকারে আলোকবর্তিকাই তো মানবজাতিকে পথ দেখায়।"*

এখানে নূর দ্বারা নূরের তৈরী হওয়া কিছুতেই উদ্দেশ্য নয়। বরং গোমরাহীর মুহূর্তে পথের দিশা দানের অর্থেই নূর বলা হয়েছে। অপর একজন ***কবি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের*** প্রশংসায় বলেন-

অর্থাৎ- *"আব্দুল্লাহ যখন কোন রাতে মারভ শহর থেকে চলে যান, তখন এ শহর থেকে চলে যায় তার নূর ও রূপশ্রী।"*

আমাদের পল্লীর কোন মহান জ্ঞানবান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে অতি সাধারণ কৃষকদের মুখেও বলতে শোনা যায় গ্রামে একটা বাতি ছিল আজ নিভে গেল। চারদিকে যেন আঁধার নেমে এল। উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা কিছুতেই তারা লোকটিকে নূরের তৈরী বলে বুঝায় না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেলায় নূরের তৈরীর অর্থটি গ্রহণ করা একটি বিকৃত অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু না।

তাছাড়া কে কোন জিনিস থেকে তৈরী হয়েছে তার উপর মর্যাদা নির্ভর করে না। বরং তা নির্ভর করে ঈমান, আমল, কর্ম ও চরিত্রের উপর। আরো নির্ভর করে আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণার উপর। এ দুয়ের ভিত্তিতেই মানুষের মর্যাদা নিরূপণ করা হয়। আগুন, নূর কিংবা মাটির তৈরী হওয়ার উপর কোন মর্যাদাই নির্ভর করে না। এ ধরনের অবাস্তব দাবি করেই শয়তান অহংকারে পতিত হয়েছে অতঃপর তার মর্যাদার আসন থেকে বিতাড়নের সম্মুখীন হয়েছে। সর্বশেষ পদার্থ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত বাস্তব সূত্র মতে মাটিসহ সকল পদার্থই ফোটন তথা আলোর কণিকা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আলো বা এনার্জির ঘনায়িত রূপই হচ্ছে পদার্থ। অতএব মাটিও নূরের তৈরী এবং সে বিচারে পরোক্ষভাবে গোটা মানবজাতি নূরের তৈরী। এ ক্ষেত্রে

কারোরই আর কোন বিশেষত্ব বজায় থাকে না। তাই রাসূলের নূরের তৈরী হওয়া নিয়ে বিবাদ করা নিরর্থক।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে

লেখক

প্রফেসর ড. খন্দকার আ.ন.ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম. এম (ঢাকা)

সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ,

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সীমাহীন ও অতুলনীয় মর্যাদা, ফযীলত, মহত্ব ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে কুরআন কারীমের অগণিত আয়াতে এবং অগণিত সহীহ হাদীসে। এ সকল আয়াত ও হাদীসের ভাব-গম্ভীর ভাষা, বুদ্ধিবৃত্তিক আবেদন ও আত্মিক অনুপ্রেরণা অনেক মুমিনকে আকৃষ্ট করতে পারে না। এজন্য অধিকাংশ সময়ে আমরা দেখতে পাই যে, এ সকল আয়াত ও সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে সাধারণত একেবারে ভিত্তিহীন, বানোয়াট বা অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য হাদীসগুলি আমরা সর্বদা আলোচনা করি, লিখি ও ওয়াজ নসীহতে উল্লেখ করি।

আমরা দেখেছি যে, মুসলিম সমাজে প্রচলিত অগণিত জাল হাদীসের অন্যতম তিনটি ক্ষেত্র হলো:

(১) ফাযায়েল বা বিভিন্ন নেক আমলের সওয়াব বিষয়ক গ্রন্থাদি,

(২) পূর্ববর্তী নবীগণ বা কাসাসুল আম্বিয়া জাতীয় গ্রন্থাদি এবং

(৩) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্ম, জীবনী, মুজিযা বা সীরাতুন্নবী বিষয়ক গ্রন্থাদি।

যুগের আবর্তনে ক্রমান্বয়ে এ সকল বিষয়ে জাল ও ভিত্তিহীন কথার প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা ইতো পূর্বে আলোচনা করেছি যে, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ হিজরী শতকে সংকলিত সীরাত, দালাইল বা মুজিযা বিষয়ক গ্রন্থাবলিতে অগণিত ভিত্তিহীন ও জাল বর্ণনা স্থান পেয়েছে, যেগুলি পূর্ববর্তী কোনো হাদীসের গ্রন্থ তো দূরের কথা, কোন সীরাত বা মুজিযা বিষয়ক গ্রন্থেও পাওয়া যায় না।

আল্লামা আবুল কালাম আযাদ তার 'রাসূলে রহমত' গ্রন্থে তুলনামূলক আলোচনা ও নিরীক্ষা করে এই জাতীয় কিছু বানোয়াট ও ভিত্তিহীন গল্পের উল্লেখ করেছেন। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্মের পূর্বে হযরত আসিয়া (আ) ও মরিয়ম (আ)-এর শুভাগমন এবং হযরত আমিনাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্মের সুসংবাদ প্রদান, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গর্ভধারণের শুরু থেকে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়ে হযরত আমিনার কোনোরূপ কষ্টক্লেশ না হওয়া ইত্যাদি।

[মোও. আবুল কালাম আযাদ, রাসূলে রহমত (বাংলা সংস্করণ, ই. ফা. বা), পৃ. ৬৯-৮০]

কেউ কেউ মনে করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে মিথ্যা দ্বারা আমরা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করছি। কত জঘন্য চিন্তা! মনে হয় তার সত্য মর্যাদায় ঘাটতি পড়েছে যে মিথ্যা দিয়ে তা বাড়াতে হবে!! নাঊযু বিল্লাহ। মহিমাময় আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ) সবচেয়ে অসন্তুষ্ট হন মিথ্যায় এবং সবচেয়ে জঘন্য মিথ্যা হলো আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ)-এর নামে মিথ্যা।

লক্ষণীয় যে, মহান রাব্বুল আলামীন পূর্ববর্তী নবীগণকে (আ) মূর্ত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনেক মুজিযা বা অলৌকিক বিষয় প্রদান করেছিলেন। শেষ নবী ও বিশ্বনবীকেও তিনি অনেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মুজিযা দিয়েছেন। তবে তার মৌলিক ও অধিকাংশ মুজিযা বিমূর্ত বা বুদ্ধি ও জ্ঞানবৃত্তিক। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা মানুষকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুজিযা অনুধাবনে সক্ষম করে। অনেক সময় সাধারণ মুর্খ মানুষদের দৃষ্টি আর্কষণ, আনন্দ দান, উত্তেজিত করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে গল্পকার, ওয়ায়িয বা জালিয়াতগণ অনেক মিথ্যা গল্প কাহিনী বানিয়ে হাদীস নামে চালিয়েছে।

অনেক সময় এ বিষয়ক মিথ্যা হাদীসগুলি চিহ্নিত করাকে অনেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মর্যাদা ও শানের সাথে বেয়াদবী বলে ভাবতে পারেন। বস্তুত তার নামে মিথ্যা বলাই হলো তার সাথে সবচেয়ে বেশি বেয়াদবী ও দুশমনী। যে মিথ্যাকে শয়তানের প্ররোচনায় মিথ্যাবাদী তার মর্যাদার পক্ষে ভাবছে সেই মিথ্যা মূলত তার মর্যাদা-হানিকর। মিথ্যার প্রতিরোধ করা, মিথ্যা নির্ণয় করা এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশ। এই নির্দেশ পালনই তার আনুগত্য, অনুসরণ, ভক্তি ও ভালবাসা।

এখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেন্দ্রিক কিছু বানোয়াট কথা উল্লেখ করছি।

১. আমি শেষ নবী, আমার পরে নবী নেই তবে...

জালিয়াতদের তৈরী একটি জঘন্য মিথ্যা কথা:

“আমি শেষ নবী, আমার পরে নবী নেই, তবে আল্লাহ যদি চান।”

কুরআন কারীমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শেষ নবী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম সহ সকল হাদীস-গ্রন্থে বিশুদ্ধতম সনদে সংকলিত অসংখ্য সাহাবী থেকে বর্ণিত অগণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, তার পরে কোনো নবী হবে না। তিনিই নবীদের অট্টালিকার সর্বশেষ ইট। তিনিই নবীদের সর্বশেষ। তার মাধ্যমে নবুওতের পরিসমাপ্তি।

কিন্তু এত কিছুর পরেও পথভ্রষ্টদের ষড়যন্ত থেমে থাকেনি। মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ নামক দ্বিতীয় শতকের এক যিনদীক বলে, তাকে হুমাইদ বলেছেন, তাকে আনাস ইবনু মালিক বলেছেন, *"আমি শেষ নবী, আমার পরে নবী নেই, তবে আল্লাহ যদি চান।"*

[ইবনুল জাউযী, আল-মাউযূআত ১/২০৬, ইবনু ইরাক, তানযীহুশ শারীআহ ১/৩২১, সুয়ূতী, আল-লাআলী ১/২৬৪]

এই যিনদীক ছাড়া কেউই এই অতিরিক্ত বাক্যটি "তবে আল্লাহ যদি চান" বলেন নি। কোনো হাদীসের গ্রন্থেও এই বাক্যটি পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র এই যিনদীকের জীবনীতে ও মিথ্যা হাদীসের গ্রন্থে মিথ্যাচারের উদাহরণ হিসাবে এই মিথ্যা কথাটি উল্লেখ করা হয়। তা সত্ত্বেও কাদীয়ানী বা অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায় এই মিথ্যা কথাটি তাদের বিভ্রান্তির প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে চায়।

সুপথপ্রাপ্ত মুসলিমের চিহ্ন হলো তার আত্মা, ইচ্ছা,পছন্দ-অপছন্দ ও অভিরুচি আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাঃ) নির্দেশনার নিকট সমর্পিত। এরই নাম ইসলাম। মুসলিম যখন হাদীসের কথা শুনেন তখন তার একটি মাত্র বিবেচ্য: হাদীসটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে কিনা। হাদীসের অর্থ তার মতের বিপরীত বা পক্ষে তা নিয়ে তিনি চিন্তা করেন না। বরং নিজের মতকে হাদীসের অনুগত করে নেন।

বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টদের পরিচয়ে মূলনীতি হলো, তারা নিজেদের অভিরুচি ও পছন্দ অনুসারে কোনো কথাকে গ্রহণ করে। এর বিপরীতে সকল কথা ব্যাখ্যা ও বিকৃত করে। এরা কোনো কথা শুনলে তার অর্থ নিজের পক্ষে কিনা তা দেখে। এরপর বিভিন্ন বাতুল যুক্তিতর্ক দিয়ে তা সমর্থন করে। কোনো কথা তার মতের বিপক্ষে হলে তা যত সহীহ বা কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশই হোক তারা তা বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে বিকৃত ও পরিত্যাগ করে।

২. আপনি না হলে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতাম না

এ ধরনের বানোয়াট কথাগুলির একটি হলো:

"আপনি না হলে আমি আসমান যমিন বা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতাম না।" আল্লামা সাগানী, মোল্লা আলী কারী, আব্দুল হাই লাখনবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস একবাক্যে কথাটিকে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ এই শব্দে এই বাক্য কোনো হাদীসের গ্রন্থে কোনো প্রকার সনদে বর্ণিত হয় নি।

[আল্লামা সাগানী, আল-মাউদূ'আত, পৃ ৫২; মোল্লা কারী, আল-আসরার পৃ. ১৯৪; আল-মাসনূ ১১৬; আল-আজলূনী, কাশফুল খাফা ২/২১৪; শাওকানী, আল ফাওয়াইদ ২/৪৪১; আব্দুল হাই লাখনবী, আল-আসারুল মারফূয়া, পৃ. ৪৪]

এখানে উল্লেখ্য যে, এই শব্দে নয়, তবে এই অর্থে দুর্বল বা মাওযূ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

৩. আরশের গায়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাম

একটি যয়ীফ বা বানোয়াট হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"হযরত আদম (আ:) যখন (নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করে) ভুল করে ফেলেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেন: হে প্রভু, আমি মুহাম্মাদের হক্ক (অধিকার) দিয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তখন আল্লাহ বলেন, হে আদম, তুমি কিভাবে মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে চিনলে, আমি তো এখনো তাকে সৃষ্টিই করিনি? তিনি বলেন, হে প্রভু, আপনি যখন নিজ হাতে আমাকে সৃষ্টি করেন এবং আমার মধ্যে আপনার রূহ ফুঁ দিয়ে প্রবেশ করান, তখন আমি মাথা তুলে দেখলাম আরশের খুঁটি সমূহের উপর লিখা রয়েছে: (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)। এতে আমি জানতে পারলাম যে, আপনার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি বলেই আপনি আপনার নামের সাথে তার নামকে সংযুক্ত করেছেন। তখন আল্লাহ বলেন, হে আদম, তুমি ঠিকই বলেছ। তিনিই আমার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি। তুমি আমার কাছে তার হক্ক (অধিকার) দিয়ে চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। মুহাম্মাদ (সাঃ) না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।"

[হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৬৭২।]

ইমাম হাকিম নাইসাপূরী হাদীসটি সংকলিত করে একে সহীহ বলেছেন। কিন্তু সকল মুহাদ্দিস একমত যে হাদীসটি যয়ীফ। তেব মাউযূ কিনা তাতে তারা মতভেদ করেছেন। ইমাম হাকিম নিজেই অন্যত্র এই হাদীসের বর্ণনাকারীকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন।

আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইমাম হাকিম অনেক যয়ীফ ও মাউযূ হাদীসকে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম ইবনুল জাওযী অনেক সহীহ বা হাসান হাদীসকে মাউযূ বলেছেন। এজন্য তাদের একক মতামত মুহাদ্দিসগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, বরং তাদের মতামত তারা পুনর্বিচার ও নিরীক্ষা করেছেন।

এই হাদীসটি সনদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সনদটি খুবই দুর্বল, যেকারণে অনেক মুহাদ্দিস একে মাউযূ হাদীস বলে গণ্য করেছেন। হাদীসটির একটিই সনদ: আবুল হারিস আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম আল-ফিহরী নামক এক ব্যক্তি দাবী করেন, ইসমাঈল ইবনু মাসলামা নামক একব্যক্তি তাকে বলেছেন, আব্দুর রাহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম তার পিতা, তার দাদা থেকে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) থেকে বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাকারী আবুল হারিস একজন অত্যন্ত দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। এছাড়া আব্দুর রাহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম (১৮২ হি) খুবই দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেননি। কারণ তিনি কোনো হাদীস ঠিকমত বলতে পারতেন না, সব উল্টোপাল্টা বর্ণনা করতেন। ইমাম হাকিম নাইসাপূরী নিজেই তার 'মাদখাল ইলা মা'রিফাতিস সহীহ' গ্রন্থে বলেছেন: ***"আব্দুর রাহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম তার পিতার সূত্রে কিছু মাউযূ বা জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীস শাস্ত্রে যাদের অভিজ্ঞতা আছে, তারা একটু চিন্তা করলেই বুঝবেন যে, এ সকল হাদীসের জালিয়াতির অভিযোগ আব্দুর রাহমানের উপরেই বর্তায়"***

[ইবনু ইরাক, তানযীহুশ শারীয়াহ ১/২৫০; আলবানী, সিলসিলাতুয যায়ীফাহ ১/৯০।]

এই হাদীসটি উমার (রা) থেকে অন্য কোন তাবেয়ী বলেননি, আসলাম থেকেও তার কোন ছাত্র তা বর্ণনা করেননি। যাইদ ইবনু আসলাম প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তার অনেক ছাত্র ছিল। তার কোন ছাত্র এই হাদীসটি বর্ণনা করেননি। শুধু মাত্র আব্দুর রহমান দাবী করেছেন যে তিনি এই হাদীসটি তার পিতার নিকট শুনেছেন। তার বর্ণিত সকল হাদীসের তুলনামূলক নিরীক্ষা করে ইমামগণ দেখেছেন তার বর্ণিত অনেক হাদীসই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা পর্যায়ের। এজন্য ইমাম যাহাবী, ইবনু হাজার ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে মাউযূ বলে চিহ্নিত করেছেন। ইমাম বাইহাকী হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন যে, এই কথাটি মূলত ইহূদী-খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত শেষ নবী বিষয়ক কথা; যা কোনো কোনো সাহাবী বলেছেন। অন্য একটি দুর্বল সনদে এই কথাটি উমার (রা) এর নিজের কথা হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আব্দুর রহমান অন্যান্য অনেক হাদীসের মত এই হাদীসেও সাহাবীর কথাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কথা হিসাবে বর্ণনা করেছন।

[তাবারানী, আল-মুজামুল আউসাত ৬/৩১৩-৩১৪, আল-মু'জামুস সাগীর ২/১৮২, মুসতাদরাক হাকিম ২/৬৭২, তারিখ ইবনু কাসির ২/৩২৩, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/২৫৩, সিলসিলাতু যায়ীফাহ ১/৮৮-৯৯, খাল্লাল, আস-সুন্নাহ ১/২৩৭, আল-আজলূনী, কাশফুল খাফা ১/৪৬, ২/২১৪, মুল্লা আলী কারী, আল আসরার পৃ: ১৯৪, আল-মাসনূ'য়, পৃ: ১১৬; দাইলামী, আল-ফিরদাউস ৫/২২৭।]

এই মর্মে আরেকটি যয়ীফ হাদীস আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের কথা হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসটিও হাকিম নাইসাপূরী সংকলন করেছেন। তিনি জানদাল ইবনু ওয়ালিক এর সূত্রে বলেন, তাকে আমর ইবনু আউস আল-আনসারী নামক দ্বিতীয় শতকের এক ব্যক্তি বলেছেন, তাকে প্রখ্যাত তাবে তাবেয়ী সাঈদ ইবনু আবূ আরূবাহ (১৫৭ হি) বলেছেন, তাকে প্রখ্যাত তাবিয়ী কাতাদা ইবনু দিআমাহ আস-সাদূসী (১১৫ হি) বলেছেন, তাকে প্রখ্যাত তাবিয়ী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (৯১ হি) বলেছেন, তাকে ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন:

"মহান আল্লাহ ঈসা (আ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করে বলেন, তুমি মুহাম্মাদের উপরে ঈমান আনয়ন কর এবং তোমার উম্মাতের যারা তাকে পাবে তাদেরকে তার প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ প্রদান কর। মুহাম্মাদ (সাঃ) না হলে আদমকে সৃষ্টি করতাম না। আমি পানির উপরে আরশ সৃষ্টি করেছিলাম। তখন আরশ কাপতে শুরু

করে। তখন আমি তার উপরে লিখলাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ; ফলে তা শান্ত হয়ে যায়।"

[হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৬৭১।]

ইমাম হাকিম হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, হাদীদসটির সনদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেন, *"বরং হাদীসটি মাউযূ বলেই প্রতীয়মান হয়"* কারণ এই হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী এই 'আমর ইবনু আউস আল-আনসারী' নামক ব্যক্তি। সে প্রসিদ্ধ কয়েকজন মুহাদ্দিসের নামে হাদীসটি বর্ণনা করেছে। অথচ এদের অন্য কোনো ছাত্র এই হাদীসটি তাদের থেকে বর্ণনা করেনি। এই লোকটি মূলত একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। এই জানদাল ইবনু ওয়ালিক ছাড়া অন্য কোনো রাবী তার নাম বলেন নি বা তার কোনো পরিচয়ও জানা যায় না। এজন্য ইমাম যাহাবী ও ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী বলেন যে, এই হাদীসটি ইবনু আব্বাসের নামে বানানো জাল বা মিথ্যা হাদীস।

[যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ৫/২৯৯; ইবনু হাজার, লিসানুল মীযান ৪/৩৫৪।]

এই অর্থে আরো জাল হাদীস মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছন।

[যাহাবী, তারতীবু মাউদূ' আত, পৃ ৭৭; ইবনু ইরাক, তানযীহুশ শারীয়াহ ১/২৪৪-২৪৫, ৩২৫।]

নূরে মুহাম্মাদী বিষয়ক হাদীস সমূহ

প্রথমত, আল-কুরআন ও নূরে মুহাম্মাদী

আরবী ভাষার (نور) *'নূর'* শব্দের অর্থ *আলো, আলোকচ্ছটা, উজ্জ্বলতা* **(light, ray of light, brightness)** ইত্যাদি। আরবী, বাংলা ও সকল ভাষাতেই *নূর, আলো বা লাইট* যেমন জড় *'আলো'* অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি আত্মিক, আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক আলো বা পথ প্রদর্শকের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লামা কুরতুবী বলেন, *"আরবী ভাষায় নূর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা দৃষ্টিগ্রাহ্য আলো বা জ্যোতিকে বলা হয়। অনুরূপভাবে রূপকার্থে সকল সঠিক ও আলোকজ্জ্বল অর্থকে 'নূর' বলা হয়। বলা*

হয়, অমুকের কথার মধ্যে নূর রয়েছে। অমুক ব্যক্তি দেশের নূর, যুগের সূর্য বা যুগের চাঁদ...। ”

[কুরতুবী, তাফসীর ১২/২৫৬।]

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে নিজেকে *‘নূর’* বলেছেন:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ-

“আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর (জ্যোতি)। তার নূরের উপমা যেন একটি দীপাধার যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ...। ”

[সূরা- নূর, অধ্যায়- ২৪, আয়াত- ৩৫]

ইমাম তাবারী বলেন: ‘আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর ’ একথা বলতে মহিমাময় আল্লাহ বুঝাচ্ছেন যে, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যকার সকলের হাদী বা পথ প্রদর্শক। তারই নূরেই তারা সত্যের দিকে সুপথপ্রাপ্ত হয়। ....ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: *“আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর ’ অর্থ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিবাসীদের হাদী বা পথ-প্রদর্শক।.... আনাস থেকে বর্ণিত, আল্লাহ বলেছেন, আমার হেদায়াতেই আমার নূর...। ”*

[তাবারী, তাফসীর ১৮/১৩৫। আরো দেখুন, ইবনু কাসীর, তাফসীর ৩/২৯০।]

মহিমাময় আল্লাহ কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে *‘কুরআন ’* - কে *‘আলো ’* বা নূর বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ..... فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক এই উম্মী নবীর.....যারা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং তার সাথে যে নূর অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।”

[সূরা- আরাফ, অধ্যায়- ৭, আয়াত- ১৫৭]

এখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ **‘আল-কুরআন ’** কে নূর বলা হয়েছে। অন্যত্র কুরআনকে ‘রূহ ’ বা ‘আত্মা ’ ও নূর বলা হয়েছে:

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا-

"এইভাবে আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ (আত্মা), আমার নির্দেশ থেকে, আপনি তো জানতেন না যে, কিতাব কি এবং ঈমান কি! কিন্তু আমি একে (এই রূহ বা আল-কুরআনকে) নূর বানিয়ে দিয়েছি, যা দিয়ে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পর্থ-নির্দেশ করি...।"

[সূরা-শূরা, অধ্যায়-৪২, আয়াত-৫২]

অন্যত্র মূসা **(**আ**)** এর উপর অবতীর্ণ তাওরাতকেও নূর বলা হয়েছে**:**

قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ

"বলুন, তবে কে নাযিল করেছিল মূসার আনীত কিতাব, যা মানুষের জন্য নূর (আলো) ও হেদায়াত (পথ-প্রদর্শন) ছিল।"

[সূরা-আন'আম, অধ্যায়-৬, আয়াত-৯১]

অন্যত্র এরশাদ করা হয়েছে যে**,** তাওরাত ও ইনজীলের মধ্যে নূর ছিল:

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ..... وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ

"নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করেছি তাওরাত, যার মধ্যে রয়েছে হেদায়াত ও নূর...এবং আমি তাকে (ঈসাকে) প্রদান করেছি ইনজীল যার মধ্যে রয়েছে হেদায়াত ও নূর...।"

[সূরা-মায়েদা, অধ্যায়-৫, আয়াত-৪৪,৪৬]

অন্য অনেক স্থানে মহান আল্লাহ সাধারণভাবে **'**নূর**'** বা **'**আল্লাহর নূর**'** বলেছেন। এর দ্বারা তিনি কি বুঝিয়েছেন সে বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগ থেকে মুফাসসিরগণ মতভেদ করেছেন। যেমন এক স্থানে বলেছেন:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

"তারা 'আল্লাহর নূর' ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়; কিন্তু আল্লাহ 'তার নূর' পূর্ণ করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।"

[সূরা-সাফ, অধ্যায়-৬১, আয়াত-৮, ও সূরা-তাওবা, অধ্যায়-৯, আয়াত-৩২]

এখানে **'আল্লাহর নূর'** বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। আল্লামা কুরতুবী বলেন:

এখানে **'আল্লাহর নূরের'** ব্যাখ্যায় ৫টি মত রয়েছে:

(১) আল্লাহর নূর অর্থ আল-কুরআন, কাফিররা কথার দ্বারা তা বাতিল করতে ও মিথ্যা প্রমাণ করতে চায়। ইবনু আব্বাস ও ইবনু যাইদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

(২) আল্লাহর নূর অর্থ ইসলাম, কাফিররা কথাবার্তার মাধ্যমে তাকে প্রতিরোধ করতে চায়। সুদ্দী এ কথা বলেছেন।

(৩) আল্লাহর নূর অর্থ মুহাম্মাদ **(সাঃ)**, কাফিররা অপপ্রচার ও নিন্দাচারের মাধ্যমে তার ধ্বংস চায়। দাহহাক এ কথা বলেছেন।

(৪) আল্লাহর নূর অর্থ আল্লাহর দলীল-প্রমাণাদি, কাফিররা সেগুলি অস্বীকার করে মিটিয়ে দিতে চায়। ইবনু বাহর এ কথা বলেছেন।

(৫) আল্লাহর নূর অর্থ সূর্য। অর্থাৎ ফুৎকার সূর্যকে নেভানোর চেষ্টা করার মত বাতুল ও অসম্ভব কাজে তারা লিপ্ত। ইবনু ঈসা এ কথা বলেছেন।

[কুরতুবী, তাফসীর ১৮/৮৫।]

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

"এই কিতাব। আমি তা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন...।"

[সূরা-ইবরাহীম, অধ্যায়-১৪, আয়াত-১]

এখানে স্বভাবতই অন্ধকার ও আলো বলতে **'জড়'** কিছু বুঝানো হয় নি। এখানে অন্ধকার বলতে অবিশ্বাসের অন্ধকার এবং আলো বলতে আল-কুরআন অথবা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে।

অনুরূপভাবে অন্যান্য বিভিন্ন আয়াতে **'নূর'** বা **'আল্লাহর নূর'** বলা হয়েছে এবং সেখানে নূর অর্থ **'কুরআন', 'ইসলাম' 'মুহাম্মাদ (সাঃ)'** ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করেছেন মুফাসসিরগণ।

দেখুন:
সূরা-বাকারা, অধ্যায়-২, আয়াত-২৫৭;
সূরা-নিসা, অধ্যায়-৪, আয়াত-১৭৪;
সূরা-মায়েদা, অধ্যায়-৫, আয়াত-১৬;
সূরা-আন'আম, অধ্যায়-৬, আয়াত-১২২;
সূরা-ইবরাহীম, অধ্যায়-১৪, আয়াত-৫;
সূরা-আহযাব, অধ্যায়-৩৩, আয়াত-৪৩;
সূরা-হাদীদ, অধ্যায়-৫৭, আয়াত-২৮.....।

এই ধরনের একটি আয়াত:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ

"হে কিতাবীগণ, আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তিনি তার অনেক তোমাদের নিকট প্রকাশ করেন এবং অনেক উপেক্ষা করে থাকেন। আল্লাহর নিকট হতে এক নূর ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে।"

[সূরা-মায়েদা, অধ্যায়-৫, আয়াত-১৫]

এই আয়াতে **'নূর'** বা জ্যোতি বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে মুফাসসিরগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, এখানে নূর অর্থ কুরআন, কেউ বলেছেন, ইসলাম, কেউ বলেছেন, মুহাম্মাদ (সাঃ)।
[তাবারী, তাফসীর ৬/১৬১; কুরতুবী, তাফসীর ৬/১১৮; ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/৩৫।]

এই তিন ব্যাখ্যার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। যারা **'নূর'** অর্থ ইসলাম বা ইসলামী শরীয়ত বলেছেন, তারা দেখেছেন যে, এই আয়াতে প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথা বলা হয়েছে এবং শেষে কিতাব বা কুরআনের কথা বলা হয়েছে।

কাজেই মাঝে নূর বলতে ইসলামকে বুঝানোই স্বাভাবিক। এ ছাড়া কুরআন কারীমে অনেক স্থানে 'নূর' বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে।

এরা বলেন যে, আরবীতে 'আলো' বুঝাতে দুইটি শব্দ রয়েছে: 'দিয়া ও নূর। প্রথম আলোর মধ্যে উত্তাপ রয়েছে, আর দ্বিতীয় আলো হলো স্নিগ্ধতাপূর্ণ আনন্দময় আলো। পূর্ববর্তী শরীয়তগুলির বিধিবিধানের মধ্যে কাঠিন্য ছিল। পক্ষান্তরে ইসলামী শরীয়তের সকল বিধিবিধান সহজ, সুন্দর ও জীবনমুখী। এজন্য ইসলামী শরীয়তকে নূর বলা হয়েছে।

[ইবনু রাজাব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/২১৯।]

যারা এখানে নূর অর্থ কুরআন বুঝিয়েছেন, তারা দেখেছেন যে, এই আয়াতের প্রথমে যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথা বলা হয়েছে, সেহেতু শেষে 'নূর' ও 'স্পষ্ট কিতাব' বলতে 'কুরআন কারীমকে' বুঝানো হয়েছে। আর কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে এভাবে কুরআন কারীমকে 'নূর' বলা হয়েছে এবং 'স্পষ্ট কিতাব' বলা হয়েছে। এখানে দুটি বিশেষণ একত্রিত করা হয়েছে।

[ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/৩৫।]

যারা এখানে 'নূর' অর্থ 'মুহাম্মাদ (সাঃ) বুঝিয়েছেন, তারা দেখেছেন যে, 'স্পষ্ট কিতাব' বলতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। কাজেই 'নূর' বলতে মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে বুঝানোই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে ইমাম তাবার বলেন,

"নূর (আলো) বলতে এখানে 'মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ হক্ক বা সত্যকে আলোকিত করেছেন, ইসলামকে বিজয়ী করেছেন এবং শিরককে মিটিয়ে দিয়েছেন। কাজেই যে ব্যক্তি তার দ্বারা আলোকিত হতে চায় তার জন্য তিনি আলো। তিনি হক্ক বা সত্য প্রকাশ করেন। তার হক্ককে আলোকিত করার একটি দিক হলো যে, ইহূদীরা আল্লাহর কিতাবের যে সকল বিষয় গোপন করত তার অনেক কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন।"

[তাবারী, তাফসীর ৬/১৬১।]

সর্বোপরি, কুরআন কারীমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 'আলোকজ্জ্বল প্রদীপ' বা 'নূর-প্রদানকারী প্রদীপ' বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا- وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

“হে নবী, আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার দিকে আহবানকারীরূপে এবং আলোকজ্জ্বল (নূর-প্রদানকারী) প্রদীপরূপে।”

[সূরা-আহযাব, অধ্যায়-৩৩, আয়াত- ৪৫,৪৬]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে, কুরআন কারীমে সত্যের দিশারী হেদায়াতের আলো ও সঠিক পথের নির্দেশক হিসেবে কুরআন কারীমকে ‘নূর’ বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে কোনো কোনো আয়াতে ‘নূর’ শব্দের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাসসির রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কুরআন কারীমের এ সকল বর্ণনা থেকে বুঝা যায় না যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ), কুরআন বা ইসলাম নূরের তৈরী বা নূর থেকে সৃষ্ট। আমরা বুঝতে পারি যে, এখানে কোনো সৃষ্ট, জড় বা মূর্ত নূর বা আলো বুঝানো হয় নি। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ), ইসলাম ও কুরআন কোনো জাগতিক, ‘জড়’, ইন্দ্রিয়গাহ্য বা মূর্ত ‘আলো’ নয়। এ হলো বিমূর্ত, আত্মিক, আদর্শিক ও সত্যের আলোকবর্তিকা, যা মানুষের হৃদয়কে বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে বিশ্বাস, সত্য ও সুপথের আলোয় জ্যোতির্ময় করে।

দ্বিতীয়ত, হাদীস শরীফে নূর মুহাম্মাদী

কুরআন ও হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে যে, মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টির উপাদান বলতে মূলত প্রথম সৃষ্টিকেই বুঝানো হয়। এরপর তার বংশধরেরা বংশ-পরম্পরায় সেই উপাদান ধারণ করে। কুরআন কারীমে আদম (আ)-কে মাটির উপাদান থেকে সৃষ্টি করার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ জাগতিক প্রক্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করে। কাউকেই নতুন করে মাটি দিয়ে তৈরি করা হয় না। তবে সকল মানুষকেই মাটির মানুষ বা মাটির তৈরি বলা হয়।

কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফ অনেক স্থানে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)- কে (বাশার) বা মানুষ, মানুষ ভিন্ন কিছুই নন, তোমাদের মতই মানুষ ইত্যাদি কথা বলা হয়েছে।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সৃষ্টির উপাদানে কোনো বিশেষত্ব কি নেই?

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থে কিছু হাদীস প্রচলিত রয়েছে। এগুলির অর্থ আমাদের কাছে আকর্ষণীয় এবং এগুলি মুমিনের কাছে ভাল লাগে। একথা ঠিক যে, সৃষ্টির মর্যাদা তার কর্মের মধ্যে নিহিত, তার সৃষ্টির উপাদান, বংশ ইত্যাদিতে নয়। এজন্য আগুণের তৈরী জিন ও নূরের তৈরী ফিরিশতার চেয়ে মাটির তৈরী মানুষ অনেক ক্ষেত্রে বেশি মর্যাদাবান। এরপরও যখন আমরা জানতে পারি যে, সৃষ্টির উপাদানেও আমাদের প্রিয়তম নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য রয়েছে তখন আমাদের তা ভাল লাগে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, যে কোনো কথা তা যতই ভাল লাগুক, তা গ্রহণের আগে তার বিশুদ্ধতা যাচাই করা। কোনো কথাকে তার অর্থের ভিত্তিতে নয়, বরং সক্ষ্য প্রমাণের বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে প্রথমে বিচার করা হয়। এরপর তার অর্থ বিচার করা হয়। এখানে এই অর্থের কয়েকটি জাল হাদীস উল্লেখ করছি।

৪. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও আলী (রা) নূর থেকে সৃষ্ট

“আমাকে ও আলীকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়। আদমের সৃষ্টির ২ হাজার বৎসর পূর্বে আমরা আরশের ডান পার্শ্বে ছিলাম। অতঃপর যখন আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করলেন তখন আমরা মানুষদের ঔরসে ঘুরতে লাগলাম।”

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, কথাটি একটি মিথ্যা ও জাল হাদীস। জা'ফর ইবনু আহমদ আলী আল-গাফিকী নামক একজন মিথ্যাবাদী জালিয়াত এই হাদীসটি বানিয়েছে এবং এর জন্যে একটি সনদও সে বানিয়েছে।

[ইবনুল জাওযী, আল-মাউদূ'আত ১/২৫৪; সুয়ূতী, আল-লাআলী ১/৩২০; ইবনু ইরাক তানযীহ ১/৩৫১; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদ ২/৪৩৪।]

৫. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আল্লাহর নূর, আবূ বকরকে তার নূর...থেকে সৃষ্টি

“আল্লাহ আমাকে তার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, আবূ বকরকে আমার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, উমারকে আবূ বকরের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার উম্মাতকে উমারের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন...।”

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, কথাটি মিথ্যা ও বানোয়াট। আহমদ ইবনু ইউসূফ আল-মানবিযী নামক এক ব্যক্তি এই মিথ্যা কথাটির প্রচারক। সে এই কথাটির একটি সুন্দর সনদও বানিয়েছে।

[যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ১/৩১৪; ইবনু হাজার, লিসানুল মীযান ১/৩২৮; সুয়ূতী, যাইলুল লাআলী, পৃ. ৫০; ইবনু, তানযীহ ১/৩৩৭।]

এই অর্থে আরেকটি বানোয়াট কথা:

"আল্লাহ আমাকে তার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, আবূ বকরকে আমার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, উমারকে আবূ বকরের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং নবী রাসূল ব্যতীত মুমিনগণের সকলকেই উমারের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

[দাইলামী, আল-ফিরদাউস ১/১৭১।]

এই অর্থে আরেকটি ভিত্তিহীন কথা:

"আল্লাহ আমাকে তার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, আবূ বকরকে আমার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, উমার ও আয়েশাকে আবূ বকরের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন আর আমার উম্মতের মুমিন পুরুষগণকে উমারের নূর থেকে এবং মুমিন নারীগণকে আয়েশার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

[কুরতুবী, তাফসীর ১২/২৮৬।]

৬. আল্লাহর মুখমণ্ডলের নূরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সৃষ্টি

আব্দুল কাদের জীলানীর (রাহ) নামে প্রচলিত 'সিররুল আসরার' নামক জাল পুস্তকটির মধ্যে জালিয়াতগন অনেক জঘন্য কথা হাদীস নামে ঢুকিয়েছে। এ সকল জাল কথার একটিতে বলা হয়েছে, আল্লাহ বলেছেন:

"আমি মুহাম্মাদকে আমার মুখমণ্ডলের নূর থেকে সৃষ্টি করেছি।"

এই জঘন্য মিথ্যা কথাটি কোনো জাল সনদেও কোথাও বর্ণিত হয় নি।

[সিররুল আসরার, পৃ. ১০।]

৭. রাসূলুল্লাহর নূরে ধান-চাউল সৃষ্টি!

"চাউল আমা হতে এবং আমি চাউল থেকে। আমার অবশিষ্ট নূর থেকে চাউলকে সৃষ্টি করা হয়।"

[সাগানী, আল-মাউদূ'আত, পৃ. ৬৭; তাহের ফাতানী, তাযকিরা, পৃ. ১৪৭; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদ ১/২১১।]

৮. ঈমানদার মুসলমান আল্লাহর নূর দ্বারা সৃষ্ট

দায়লামী (৫০৯) তার 'আল-ফিরদাউস' নামক পুস্তকে ইবনু আব্বাস (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন:

"মুমিন আল্লাহর নূরের দ্বারা দৃষ্টিপাত করেন, যে নূর থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

[দাইলামী, আল-ফিরদাউস ৪/১৭৮; সাখাবী, আল-মাকাসিদ, পৃ. ৪৩৬; তাহের ফাতানী, তাযকিরা, পৃ. ১৯৫; আজলূনী, কাশফুল খাফা ২/৩৯০।]

এই হাদীসটিও জাল। এর একমাত্র বর্ণনাকারী মাইসারাহ ইবনু আব্দু রাব্বিহ দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ জালিয়াত ও মিথ্যাবাদী রাবী। ইমাম বুখারী, আবূ দাউদ, আবূ হাতিম, ইবনু হিব্বান সহ সকল মুহাদ্দিস এ বিষয়ে একমত। তারা তার রচিত অনেক জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন।

[যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ৬/৫৭৪-৫৭৫; ইবনু হাজার, লিসানুল মীযান ৬/১৩৮-১৩৯।]

৯. নূরে মুহাম্মাদীই (সাঃ) প্রথম সৃষ্টি

উপরের হাদীসগুলি আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত নয়, যদিও হাদীসগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে সনদসহ বা সনদ বিহীনভাবে সংকলিত হয়েছে এবং মুহাদ্দিসগণ এগুলির সনদ আলোচনা করে জাল ও মিথ্যা বলে উল্লেখ করেছেন। বিশেষত, 'মুমিন আল্লাহর নূরে সৃষ্টি' এই হাদীসটি দাইলামীর গ্রন্থে রয়েছে। এই গ্রন্থের অনেক জাল হাদীসই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, কিন্তু এই হাদীসটি আমাদের সমাজে প্রসিদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে একটি হাদীস যা কোনো হাদীসের গ্রন্থে সংকলিত হয় নি, কোথাও কথাটির অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় না, সেই কথাটি আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত। শুধু প্রচলিতই নয়, এই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সনদহীন কথাটি সর্ববাদীসম্মত

মহাসত্যের রূপ গ্রহণ করেছে এবং তা ইসলামী বিশ্বাসের অংশ হিসাবে স্বীকৃত। এমনটি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃত **'**আকীদা ও ফিকহ**'** গ্রন্থেও যা হাদীস হিসাবে উল্লিখিত। হাদীসটি নিম্নরূপ:

"আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।"

একটি সুদীর্ঘ হাদীসের অংশ হিসাবে হাদীসটি প্রচলিত। হাদীসটি সার সংক্ষেপ হলো**,** জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করেন**,** আল্লাহ সর্বপ্রথম কী সৃষ্টি করেন**?** উত্তরে তিনি বলেন:

"সর্বপ্রথম আল্লাহ তোমার নবীর নূরকে তার নূর থেকে সৃষ্টি করেন।"

এরপর এই লম্বা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে**,** এই নূরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে তা থেকে আরশ**,** কুরসী**,** লাওহ**,** কলম**,** ফিরিশতা**,** জিন**,** ইনসান এবং সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়।....

কথা গুলি ভাল। যদি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে মিথ্যা কথা বলার বা যা শুনব তাই বলার অনুমতি থাকতো তাহলে আমরা তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতাম ও বলতাম। কিন্তু যেহেতু তা নিষিদ্ধ তাই বাধ্য হয়ে আমাদেরকে প্রতিবাদ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নূরকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে**,** বা তার নূর থেকে বিশ্ব বা অন্যান্য সৃষ্টিকে সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থে যা কিছু প্রচলিত সবই ভিত্তিহীন বানোয়াট ও মিথ্যা কথা।

কেউ কেউ দাবি করেছেন যে**,** হাদীসটি বাইহাকী বা আব্দুর রাযযাক সান**'**আনী সংকলন করেছেন। এই দাবিটি ভিত্তিহীন। আব্দুর রাযযাক সান**'**আনীর কোনো গ্রন্থে বা বাইহাকীর কোনো গ্রন্থে এই হাদীসটি নেই। কোনো হাদীসের গ্রন্থেই এই কথাটির অস্তিত্ব নেই। সহীহ**,** যয়ীফ এমনকি মাউযু বা মিথ্যা সনদেও এই হাদীসটি কোনো হাদীসের গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। সাহাবীগণের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত শত শত হাদীসের গ্রন্থ লিপিবদ্ধ ও সংকলিত হয়েছে**,** যে সকল গ্রন্থে সনদসহ হাদীস সংকলিত হয়েছে। আমাদের সমাজে প্রচলিত যে কোনো হাদীস এ সকল গ্রন্থের অধিকাংশ গ্রন্থে পাওয়া যাবে। যে কোনো হাদীস আপনি খুজে দেখুন**,** অন্তত ১০/১৫ টি গ্রন্থে তা পাবেন। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বা প্রসিদ্ধ হাদীস আপনি প্রায় সকল গ্রন্থে দেখতে পাবেন। অর্থাৎ**,** এ ধরনের যে কোনো একটি হাদীস আপনি ৩০/৩৫ টি

হাদীসের গ্রন্থে এক বা একাধিক সনদে সংকলিত দেকতে পাবেন। কিন্তু হাদীস নামের এই বাক্যটি খুজে দেখুন, একটি হাদীস গ্রন্থেও পাবেন না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগ থেকে পরবর্তী শত শত বৎসর পর্যন্ত কেউ এই হাদীস জানতেন না। কোনো গ্রন্থেও লিখেননি। এমনকি সনদবিহীন সিরাতুন্নাবী, ইতিহাস, ওয়াজ বা অন্য কোনো গ্রন্থেও তা পাওয়া যায় না।

যতটুকু জানা যায়, ৭ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম মুহিউদ্দীন ইবনু আরাবী আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইবনু আলী তাঈ হাতিমী (৫৬০-৬৩৮হি/১১৬৫-১২৪০খৃ) সর্বপ্রথম এই কথাগুলিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেন।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইবনু আরাবী তার পুস্তকাদিতে অগণিত জাল হাদীস ও বাহ্যত ইসলামী বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক অনেক কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগে বুযুর্গগণ তার প্রতি শ্রদ্ধা বশত এ সকল কথার বিভিন্ন ওযর ও ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। আবার অনেকে কঠিনভাবে আপত্তি করেছেন। বিশেষত মুজাদ্দিদে আলফে সানী হযরত আহমদ ইবনু আব্দুল আহাদ সারহিন্দী (১০৩৪ হি) ইবনু আরাবীর এ সকল জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনার প্রতিবাদ করেছেন বারংবার। কখনো কখনো নরম ভাষায়, কখনো কঠিন ভাষায়। *[উদাহরণ সরূপ দেখুন: মাকতুবাত শরীফ ১/১, মাকতুব ৩১, (পৃষ্ঠা ৬৭, ৬৮) মাকতুব ৪৩।]* এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন: **"আমাদের নসস বা কুরআন ও হাদীসের পরিষ্কার অকাট্য বাণীর সহিত কারবার, ইবনে আরাবীর কাশফ ভিত্তিক ফসস বা ফুসূসুল হিকামের সহিত নহে। ফুতূহাতে মাদানীয়া বা মাদানী নবী (সাঃ)-এর হাদীস আমাদেরকে ইবনে আরাবীর ফতূহাতে মাক্কীয়া জাতীয় গ্রন্থাদি থেকে বেপরওয়া করিয়া দিয়াছেন।"**

[প্রাগুক্ত, ১/১, মাকতুব ১০০, পৃষ্ঠা ১৭৮।]

অন্যত্র প্রকৃত সূফীদের প্রশংসা করে লিখেছেন: **"তাহারা নসস, কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বাণী, পরিত্যাগ করত শেখ মহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর ফসস বা ফুসূসুল হিকাম পুস্তকে লিপ্ত হন না এবং ফুতূহাতে মাদানীয়া, অর্থাৎ হাদীস শরীফ বর্জন করত ইবনে আরাবীর ফুতূহাতে মাক্কীয়ার প্রতি লক্ষ্য করে না।"**

[প্রাগুক্ত, ১/১, মাকতুব, ১৩১, পৃ: ২১০।]

"...নসস বা আল্লাহর বাণী পরিত্যাগ করত ফসস বা মহিউদ্দীন আরবীর পুস্তক আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং ফতূহাতে মাদানীয়া বা পবিত্র হাদীস বর্জন করত ফুতূহাতে মাক্কিয়া পুস্তকের দিকে লক্ষ্য করেন না।"

[প্রাগুক্ত, ১/২, মাকতুব ২৪৩, পৃ: ২১১।]

সর্বাবস্থায়, ইবনু আরাবী এই বাক্যটির কোনো সূত্র বা উৎস উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তিনি এর উপরে তার প্রসিদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের লোগোস তত্ত্বের (**Theory of Logos**) আদলে তিনি 'নূরে মুহাম্মাদী তত্ত্ব' প্রচার করেন। খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, ঈশ্বর সর্বপ্রথম তার নিজের 'জাত' বা সত্ত্বা থেকে 'কালেমা বা পুত্রকে সৃষ্টি করেন এবং তার থেকে তিনি সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেন। ইবনু আরাবী বলেন, আল্লাহ সর্বপ্রথম নূরে মুহাম্মাদী সৃষ্টি করেন এবং তার থেকে সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেন।

ক্রমান্বয়ে কথাটি ছড়াতে থাকে। বিশেষত ৯/১০ম হিজরী শতক থেকে লেখকগণের মধ্যে যাচাই ছাড়াই অন্যের কথার উদ্ধৃতির প্রবণতা বাড়তে থাকে। শ্রদ্ধাবশত বা ব্যস্ততা হেতু অথবা অন্যান্য বিভিন্ন কারণে নির্বিচারে একজন লেখক আরেকজন লেখকের নিকট থেকে গ্রহণ করতে থাকেন। যে যা শুনেন বা পড়েন তাই লিখতে থাকেন, বিচার করার প্রবণতা কমতে থাকে।

দশম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম আল্লামা আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-কাসতালানী (৯২৩ হি) তার রচিত প্রসিদ্ধ সীরাত-গ্রন্থ 'আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে এই হাদীসটি 'মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে' সংকলিত রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। আগেই বলেছি, হাদীসটি মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক বা অন্য কোনো হাদীস গ্রন্থে বা কোথাও সনদ-সহ সংকলিত হয় নি। আল্লামা কাসতালানী যে কোনো কারণে ভুলটি করেছেন। কিন্তু এই ভুলটি পরবর্তীকালে সাধারণভুলে পরিণত হয়। সকলেই লিখছেন যে, হাদীসটি 'মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে' সংকলিত। কেউই একটু কষ্ট করে গ্রন্থটি খুজে দেখতে চাচ্ছেন না। সারা বিশ্বে 'মুসান্নাফ', 'দালাইলুন নুবুওয়াহ' ও অন্যান্য গ্রন্থের অগণিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এছাড়া গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হয়েছে। যে কেউ একটু কষ্ট করে খুজে দেখলেই নিশ্চিত হতে পারেন। কিন্তু কেউই কষ্ট করতে রাজি নয় । ইমাম সুয়ূতী ও অন্যান্য যে সকল মুহাদ্দিস এই কষ্টটুকু করেছেন তারা নিশ্চিত করেছেন যে, এই হাদীসটি ভিত্তিহীন ও অস্তিত্বহীন কথা।

[সুয়ূতী, আল-হাবী ১/৩৮৪-৩৮৬।]

গত কয়েক শত বৎসর যাবৎ এই ভিত্তিহীন কথাটি ব্যাপকভাবে মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। সকল সীরাত লেখক, ওয়ায়েয, আলেম এই বাক্যকে এবং এ সকল কথাকে হাদীসরূপে উল্লেখ করে চলেছেন।

এই ভিত্তিহীন 'হাদীস'টি, ইসলামের প্রথম ৫০০ বৎসরে যার কোনোরূপ অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় না, তা বর্তমানে আমাদের মুসলিম সমাজে ঈমানের অংশে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ থেকে অত্যন্ত কঠিন একটি বিভ্রান্তি জন্ম নিয়েছে। উপরে আমরা দেখেছি যে, এই ভিত্তিহীন জাল 'হাদীস'টিতে বলা হয়েছে: 'আল্লাহ তার নূর থেকে নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন।" এ থেকে কেউ কেউ বুঝেছেন যে, তাহলে আল্লাহর সত্তা বা 'যাত' একটি নূর বা নূরানী বস্তু। এবং আল্লাহ স্বয়ং নিজের সেই যাতের বা সত্ত্বার অংশ থেকে তার নবীকে তৈরি করেছেন। কী জঘন্য শিরক! এভাবেই খৃস্টানগণ বিভ্রান্ত হয়ে শিরকে লিপ্ত হয়।

প্রচলিত বাইবেলও যীশু খৃস্ট বারংবার বলছেন যে, আমি মানুষ, আমাকে ভাল বলবে না, আমি কিছুই জানি না, ঈশ্বরই ভাল, তিনিই সব জানেন, একমাত্র তারই ইবাদত কর... ইত্যাদি। তবে যীশু ঈশ্বরকে পিতা ডেকেছেন। হিব্রু ভাষায় সকল নেককার মানুষকেই ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের পুত্র ইত্যাদি বলা হয় এবং ঈশ্বরকে পিতা ডাকা হয়। তিনি বলেছেন: 'যে আমাকে দেখল সে ঈশ্বরকে দেখল'। এইরূপ কথা সকল নবীই বলেন। কিন্তু ভণ্ড পৌল থেকে শুরু করে অতিভক্তির ধারা শক্তিশালী হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে খৃস্টানগণ দাবি করতে থাকেন যীশু ঈশ্বরের 'যাতের অংশ'। ঈশ্বর তার সত্ত্বা বা যাতের অংশ **(same substance)** দিয়ে পুত্রকে সৃষ্টি করেন... । ৪র্থ-৫ম শতাব্দী পর্যন্ত আলেকজেন্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু আরিয়াস **(Arius)** ও তার অনুসারীগণ যীশুকে ঈশ্বরের সত্ত্বার অংশ নয়, বরং সৃষ্ট বা মাখলূক বলে প্রচার করেছেন। কিন্তু অতিভক্তির প্লাবনে তাওহীদ হেরে যায় ও শিরক বিজয়ী হয়ে যায়।

এই মুশরিক অতিভক্তগণও সমস্যায় পড়ে গেল। বাইবেলেরই অগণিত আয়াতে যীশু স্পষ্ট বলেছেন যে, আমি মানুষ। তিনি মানুষ হিসেবে তার অজ্ঞতা স্বীকার করছেন। এখন সামধান কী? তারা 'দুই প্রকৃতি তত্ত্বে'-র আবিষ্কার করলেন। তারা

বললেন, খৃস্টের মধ্যে দুটি সত্তা বিদ্যমান ছিল। মানবীয় সত্তা অনুসারে তিনি এ কথা বলেছেন। তবে প্রকৃতপক্ষে তিনি ঈশ্বর ছিলেন...।

*[বাইবেল: মথি ৪/১০; ১৯/১৭; মার্ক ১২/২৮, ২৯, ১৩/৩২; ১ করিন্থীয় ৮/৬; গালাতীয় ৩/২০; **Eusebius Pampilus, The Ecclesiastical History; Dr. Muhammad Ali Alkhuli, The Truth About Jesus Christ; Muhammad Ridha Shushtary, The Claim of jesus.]***

মুসলিম সমাজের অনেকে আজ এ ভাবে শিরকের মধ্যে নিপতিত হচ্ছেন। এই হাদীসটি যদি সহীহ বলে প্রমাণিত হতো তাহলেও এর দ্বারা একথা বুঝা যেত না। আল্লাহ আদমের মধ্যে 'তার রূহ' দিয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। ঈসা (আ)-কে 'আল্লাহর রূহ' বলা হয়েছে। এতে কখনোই তার নিজের রূহের অংশ বুঝানো হয় নি। বরং তার তৈরি ও সৃষ্ট রূহ বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে 'তার নূর' বলতেও একই কথা বুঝানো হয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

আমাদের উচিত কুরআন কারীমের আয়াত ও সহীহ হাদীসগুলির উপর নির্ভর করা এবং ভিত্তিহীন কথাগুলি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে না বলা।

১০. নূরে মুহাম্মাদীর ময়ূর রূপে থাকা

এ বিষয়ক প্রচলিত অন্যান্য কাহিনীর মধ্যে রয়েছে নূরে মুহাম্মাদীকে ময়ূর আকৃতিতে রাখা। এ বিষয়ক সকল কথাই ভিত্তিহীন। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ হাদীসের গ্রন্থে এর কোনো প্রকার সনদ, ভিত্তি বা উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ভাবে গল্পগুলি লেখা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা শাজারাতুল ইয়াকীন নামক একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নূর মোবারককে একটি ময়ূর আকৃতি দান করত স্বচ্ছ ও শুভ্র মতির পর্দার ভিতরে রেখে তাকে সেই বৃক্ষে স্থাপন করলেন...ক্রমান্বয়ে সেই নূর থেকে সব কিছু সৃষ্টি করলেন... রূহগণকে তার দিকে দৃষ্টিপাত করতে নির্দেশ দিলেন... ইত্যাদি ইত্যাদি...। এ সকল কথার কোনো সনদ কোথাও পাওয়া যায় না।

১১. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তারকা-রূপে ছিলেন

আমাদের দেশে প্রচলিত ধারণা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আদম সৃষ্টির পূর্বে তারকারূপে বিদ্যমান ছিলেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন ভাষ্য প্রচলিত। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

ফাতেমাকে (রা) বলেন, জিবরাঈল তোমার ছোট চাচা...ইত্যাদি। এ বিষয়ে প্রচলিত সকল কথাই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ একটি ইসলামী কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত একটি খুতবার বইয়ে লেখা হয়েছে:

উক্ত পুস্তকে বলা হয়েছে: *"হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ) হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে জিব্রাঈল, আপনার বয়স কত? তিনি উত্তর দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এ সম্পর্কে কিছু জানি না। তবে এতটুকু বলতে পারি যে, চতুর্থ পর্দায় (আসমানে) একটি সিতারা আছে যা প্রতি ৭০ হাজার বছর পর সেখানে উদিত হয়। আমি উহা এ যাবত ৭০ হাজার বার [অনুবাদে এভাবেই লেখা হয়েছে, যদিও মূল আরবীতে ৭২ লেখা হয়েছে] উদিত হতে দেখেছি। এতদশ্রবণে হুজুর (সাঃ) বললেন, হে জিব্রাঈল, শপথ মহান আল্লাহর ইজ্জতের, আমি সেই সিতারা।"*

(বুখারী শরীফ)

[শাহ মুহাম্মদ মোহেব্বুল্লাহ, পীর সাহেব ছারছিনা শরীফ, খুতবায়ে ছালেহীয়া, পৃ. ৪২।]

এ সকল কথা সবই ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা যা হাদীস নামে প্রচলন করা হয়েছে। *[ইবনু তাইমিয়া, আল-ইসতিগাসাহ ফির রাদ্দি আলাল বাকরী ১/১৩৮; মাজমূউল ফাতাওয়া ১৮/৩৬৬-৩৬৭; আব্দুল হাই লাখনবী, আল-আসার, পৃ. ৪২-৪৩।]* তবে সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, এই ভিত্তিহীন কথাটিকে বুখারী শরীফের বরাত দিয়ে চালানো হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, সীরাহ হালাবিয়া গ্রন্থের লেখক একজন অজ্ঞাতনামা লেখকের উপর নির্ভর করে এই জাল হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু আমরা কি একটু যাচাই করব না? এ সকল ইসলামী কেন্দ্রে এমন অনেক আলিম রয়েছেন যারা যুগ যুগ ধরে 'বুখারী' পড়াচ্ছেন। বুখারী শরীফের অনেক কপি সেখানে বিদ্যমান। কিন্তু কেউই একটু কষ্ট করে পুস্তকটি খুলে দেখার চেষ্টা করলেন না। শুধু সহীহ বুখারীই নয়, বুখারীর লেখা বা অন্য কারো লেখা কোনো হাদীসের গ্রন্থেই এই কথাটি সনদ-সহ বর্ণিত হয় নি। অথচ সেই জাল কথাটিকে বুখারীর নামে চালানো হলো।

কেউ কেউ এই ভিত্তিহীন কথাটিকে শুধু বুখারীর নামে চালানো চেয়ে 'বুখারী ও মুসলিম' উভয়ের নামে চালানোকে উত্তম (!) বলে মনে করেছেন। উক্ত প্রসিদ্ধ দ্বীনী

কেন্দ্রের একজন সম্মানিত মুহাদ্দিস, যিনি বহু বৎসর যাবৎ ছাত্রদেরকে 'সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম' পড়িয়েছেন তিনি এই হাদীসটি উল্লেখ করে লিখেছেন: "মুসলিম শরীফ ও বুখারী শরীফ"

[আল্লামা মুহ. মুস্তফা হামীদী, মীলাদ ও কিয়াম (ছারছিনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী), পৃ. ১৮।]

আমরা মনে করি যে, এ সকল বুযুর্গ ও আলিম জেনেশুনে এইরূপ মিথ্যা কথা বলেন নি। তারা অন্য আলিমদের উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু আলিমদের জন্য এটি কখনোই গ্রহণযোগ্য ওযর নয়। এখন আমরা যতই বলি না কেন, যে এই হাদীসটি বুখারী শরীফ বা মুসলিম শরীফের কোথাও নেই, আপনারা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম খুলে অনুসন্ধান করুন... সাধারণ মুসলমান ও ভক্তগণ সে সকল কথায় কর্ণপাত করবেন না। তারা কোনোরূপ অনুসন্ধান বা প্রমাণ ছাড়াই বলতে থাকবেন, এতবড় আলিম কি আর না জেনে লিখেছেন!!

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নূরত্ব বনাম মানবত্ব

নূরে মুহাম্মাদী বিষয়ে আরো অনেক জাল ও সনদবিহীন কথা ইবনু আরাবীর পুস্তকাদি সীরাহ হালবিয়া, শারহুল মাওয়াহিব ইত্যাদি পুস্তকে বিদ্যমান। এসকল পুস্তকের উপর নির্ভর করে আমাদের দেশে 'সাইয়েদুল মুরসালীন' ও অন্যান্য সীরাতুন্নবী বিষয়ক পুস্তকে এগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নূর দ্বারা তৈরি করা হয়েছে অর্থে বর্ণিত ও প্রচলিত সকল হাদীসই বানোয়াট। পাঠক একটু খেয়াল করলেই বিষয়টি অনুভব করতে পারবেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে 'সিহাহ সিত্তাহ' সহ অনেক হাদীসের গ্রন্থ সংকলন করা হয়েছে। এ সকল গ্রন্থে অনেক 'অতি সাধারণ' বিষয়েও অনেক হাদীস সংকলন করা হয়েছে। সহীহ, হাসান ও যয়ীফ হাদীসের পাশাপাশি অনেক জাল হাদীসও কোনো কোনো পুস্তকে সংকলন করা হয়েছে। কিন্তু 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নূর দ্বারা তৈরি' অর্থে একটি হাদীসও কোনো পুস্তকে পাওয়া যায় না।

মুহাদ্দিসগণ হাদীসের গ্রন্থসমূহে কত ছোটখাট বিষয়ে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ লিখেছেন। অথচ 'নূরে মুহাম্মাদী' বিষয়ে কোনো মুহাদ্দিস তার হাদীস গ্রন্থে একটি অনুচ্ছেদও লিখেন নি। অনেক তাফসীরের গ্রন্থে বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় অনেক

সহীহ, যয়ীফ ও জাল হাদীস আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সূরা মায়েদার উর্পযুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো প্রাচীন মুফাসসিরই রাসূলুল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি বিষয়ক কোনো হাদীস উল্লেখ করেন নি।

ইতিহাস ও সীরাত বিষয়ক বইগুলিতে অগণিত যয়ীফ ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে অনেক অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ রচনা করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের প্রথম ৫০০ বৎসরে লেখা কোনো একটি ইতিহাস বা সীরাত গ্রন্থে 'নূরে মুহাম্মাদী' বিষয়টি কোনোভাবে আলোচনা করা হয় নি। আসলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগ থেকে পরবর্তী ৫/৬ শত বৎসর পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর কোনো ব্যক্তি বা দল 'নূরে মুহাম্মাদী' তত্ত্বের কিছুই জানতেন না।

এখন আমাদের সামনে শুধু থাকল সূরা মায়েদার উপর্যুক্ত আয়াতটি যে আয়াতের তাফসীরে কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন যে, এখানে 'নূর' বলতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। এখানে আমাদের করণীয় কী?

আমাদেরকে নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে:

(১) কুরআন-হাদীসের নির্দেশনাকে নিজের পছন্দ অপছন্দের ঊর্ধ্বে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার নামই ইসলাম। সুপথপ্রাপ্ত মুসলিমের দায়িত্ব হলো, ওহীর মাধ্যমে যা জানা যাবে তা সর্বান্তকরণে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা এবং নিজের পছন্দ ও মতামতকে ওহীর অনুগত করা। পক্ষান্তরে বিভ্রান্তদের চিহ্ন হলো, নিজের পছন্দ-অপছন্দ অনুসারে ওহীকে গ্রহণ করা বা বাদ দেওয়া।

(২) কুরআন কারীমে বারংবার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 'বাশার' বা মানুষ রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ করা হয়েছে: *'আপনি বলুন, আমি মানুষ রাসূল ভিন্ন কিছুই নই', আপনি বলুন, 'আমি তোমাদের মতই মানুষ মাত্র।' [সূরা-ইসরা, অধ্যায়-১৭, আয়াত-৯৩; সূরা-কাহাফ, অধ্যায়-১৮, আয়াত-১১০, সূরা-ফুসসিলাত, অধ্যায়-৪১, আয়াত-৬]*

অনুরূপভাবে অগণিত সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বারংবার বলেছেন যে, 'আমি মানুষ', আমি তোমাদের মতই মানুষ'। এর বিপরীতে কুরআন কারীমে বা হাদীস শরীফে এক স্থানেও বলা হয় নি যে, আপনি বলুন 'আমি নূর'। কোথাও বলা হয় নি যে, 'মুহাম্মাদ নূর'। শুধু কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো

মুফাসসির বলেছেন যে, তোমাদের কাছে 'নূর' এসেছে বলতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। এই ব্যাখ্যাও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বা কোনো সাহাবী থেকে প্রমাণিত নয়, বরং পরবর্তী কোনো কোনো মুফাসসির একথা বলেছেন।

(৩) এখন আমরা যদি কুরআন ও হাদীসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাই তবে আমাদের করণীয় কী তা পাঠক খুব সহজেই বুঝতে পারছেন। আমরা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন নির্দেশকে দ্ব্যর্থহীনভাবেই গ্রহণ করব। আর মুফাসসিরদের কথাকে তার স্থানেই রাখব।

আমরা বলতে পারি: কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুসারে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মানুষ। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় নূর বলতে আমরা **'কুরআন'-**কে বুঝাবো। কারণ কুরআনে স্পষ্টত 'কুরআন'কে নূর বলা হয়েছে, কিন্তু কুরআন-হাদীসের কোথাও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্পষ্টত নূর বলা হয় নি; কাজেই তার বিষয়ে একথা বলা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

অথবা আমরা বলতে পারি: কুরআন-হাদীসের নির্দেশ অনুসারে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মানুষ। তবে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মানব জাতির পথ প্রদর্শনের আলোক-বর্তিকা হিসেবে তাকে নূর বলা যেতে পারে।

(৪) কিন্তু যদি কেউ বলেন যে, তিনি 'হাকীকতে' বা প্রকৃত অর্থে নূর ছিলেন, মানুষ ছিলেন না, শুধু মাজাযী বা রূপক অর্থেই তাকে মানুষ বলা যেতে পারে, তবে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি নিজের মন-মর্জি অনুসারে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা বাতিল করে এমন একটি মত গ্রহণ করলেন, যার পক্ষে কুরআন ও হাদীসের একটিও দ্ব্যর্থহীন বাণী নেই।

সমাপ্ত